চাই সঠিক তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

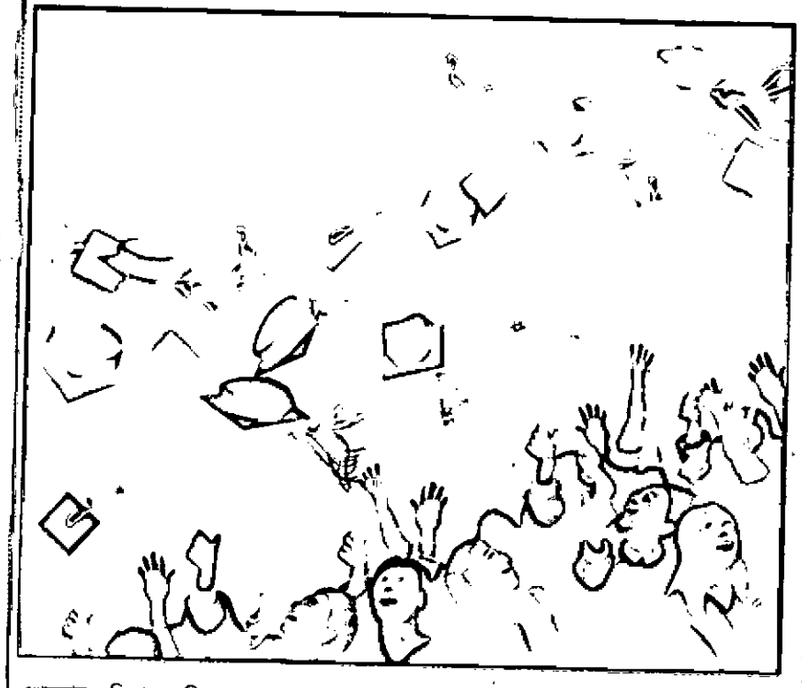

এখনকার বিশ্বে এগিয়ে যেতে হলে চাই তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরাও দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে– এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কিন্তু এজন্য দরকার সঠিক পাঠক্রম তৈরি করা।

আমরা সবসময়ই দেরিতে শুরু করি। এজন্য আমাদের মাশুলও কম দিতে হয় না। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে বাণিজিকভাবে কম্পিউটারের আবির্ভাব হলেও জাতীয় পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আলাদাভাবে কম্পিউটার শিক্ষা দেয়া হয়। বলা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার পাঠ শুধু মাউস নাড়াচাড়া করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অনেক স্কুল বা কলেজে সেটিও সম্ভব হয় না। কোথাও আবার কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার ভয়ে এমনভাবে কম্পিউটার টিকে যত্নআত্তি (?) করে রাখা হয়, যে কেউ ছুঁয়ে দেখতেও পারে না। দেশব্যাপী কম্পিউটার শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র কিন্তু এমনই।

গত কয়েক বছরে দেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে মোবাইল ব্যবহারকারী। সে অনুপাতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক কম। মোবাইল ফোনের দাম যেভাবে কমে এসেছে কম্পিউটারের দাম সেভাবে কমছে না। কিন্তু কেবল মূল্যই কম্পিউটারের বিস্তৃতির পথে মূল বাধা এটা ভাবলে ভুল হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে উপযোগিতা। মোবাইল ফোনের ব্যাপ্তি বেড়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সব শ্রেণীর মানুষের উপযোগী সেবা এতে সহজলভ্য হয়েছে। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে যদি কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা ঠিকভাবে তুলে ধরা না যায় তবে তারা তা ব্যবহার করবে না। আর এসব কারণেই দেশে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রত্যাশিত মাত্রার অনেক নিচে।

সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়; কিন্তু এর মান সমুন্নত না রাখা গেলে পুরো উদ্যোগটিই ভেস্তে যেতে পারে। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রতিটি স্কুলে সরকারের পাশাপাশি এলাকার সচেতনমহল স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল-কলেজে একটি বা দুটি কম্পিউটার দিয়ে ছোট আকারের একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কম্পিউটার শিক্ষককেও পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বর্তমানে অনেক প্রশিক্ষণ সেন্টার গড়ে উঠেছে যেখানে নিম্নমানের শিক্ষককে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা ভাল কিছু শিখতে পারছে না। তবে এর পাশাপাশি কিছু ভাল প্রশিক্ষণ সেন্টারও আছে কিন্তু সে সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সঠিকভাবে শিক্ষা না পেলে পরে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মূল্য পায় না এবং হতাশ হয়ে পড়ে। সঠিক কম্পিউটার শিক্ষা দিতে পারলে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এক বড় মাধ্যম। কিন্তু তার ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন স্কুল পর্যায় থেকে।

শুরুতেই যদি একজন কোমলমতি শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজে আনন্দ পায় তবে তাকে নিয়ে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। সে নিজে থেকেই অনেক কিছু জানতে চেষ্টা করবে। তবে এজন্য বর্তমান পাঠক্রমকে একটু যুগপোযোগী করতে হবে। পুরনো সিলেবাস প্রতি বছর না রেখে যদি দু'এক বছর পরপর পরিবর্তন করা যায় এবং কম্পিউটারের আকর্ষণীয় কিছু বিষয় পাঠক্রমে সংযোজন করা যায় তাহলে শিক্ষার্থী আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থী কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহী হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে তথ্য পড়ার পাশাপাশি কিছু কিছু ব্যবহারিক কাজ করা দরকার। বর্তমানে প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কম্পিউটার বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন করে বের হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান সীমিত থাকার কারণে অনেকে চাকরি না পেয়ে হতাশ হচ্ছে। অনেকে বিদেশে চলে যাচ্ছে বা অন্য কোন সাধারণ সেক্টরে কাজ করছে। কিন্তু ভাল কাজ জানা লোকের চাহিদা বাংলাদেশেই প্রচুর রয়েছে। দেশে এখন স্থানীয় কাজের পাশাপাশি আউট সোর্সিং কাজের (যে কাজগুলো বাইরের দেশগুলো আমাদের দেশ থেকে করে নেয়) বাজার তৈরি হয়েছে। তাই কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না করেই গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেই (যেখানে ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ আছে) অনায়াসে লাভজনক কাজ করা যায়। দক্ষ এ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী তৈরির জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও বেশি ব্যবহারিক কাজের দিকে নজর দিতে হবে। ডিগ্রি অর্জনের শেষের দিকে ছাত্রছাত্রীরা Industrial Attahment নিয়ে বিপদে পড়ে। কোথায় করবে কারও কোন নির্দেশনা থাকে না, অনেক কোম্পানি এসব ছাত্রছাত্রীদের ঝামেলা মনে করে নিতে চায় না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিতভাবে ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সর্বোপরি আরও ভাল মানের জীবনযাপনের জন্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা হোঁচট খাচ্ছি কাজের সুযোগ, সাধনা ও আন্তরিকতার অভাবে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সম্পূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে তৈরি করার মধ্যে দিয়েই এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল আমরা পেতে পারি।

আরিফুল হাসান অপু
প্রধান নির্বাহী ইনফরমেশন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইটিডিএফ)

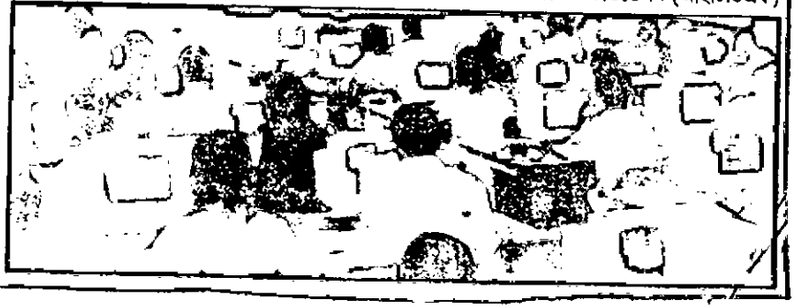

সমকাল
22 JUN 2010